দেকার্তের মতে দ্রব্য কী? প্রসঙ্গতে দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ে দেকার্তের দ্বৈতবাদ ব্যাখ্যা করো? (ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াবাদ বা মিথস্ক্রিয়া বাদ) Mark — ~~10~~ (10)

দ্রব্য কী? 07/12/07

উত্তরঃ (ফরাসী) বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত দ্রব্য বলতে স্বাধীন ও স্বনির্ভর সত্তাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ দ্রব্য হল এমন অস্তিত্বশীল বস্তু যা স্বকীয় অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন পদার্থের উপর নির্ভর করে না, একমাত্র নিজের উপরেই নির্ভরশীল।) S.Q

☐ দ্রব্যের প্রকারভেদঃ

দেকার্ত তিন প্রকার দ্রব্য স্বীকার করেছেন— (1) ঈশ্বর (2) মন এবং (3) জড় বা দেহ। তার মতে, ঈশ্বর এমন এক অসীম দ্রব্য যার উপর অপর যাবতীয় বস্তুই নির্ভর করে, কিন্তু তিনি অপর কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল নন। মন এমন একটি দ্রব্য যার সার ধর্ম হল চিন্তা বা চেতনা। দেহ বা জড় এমন একটি দ্রব্য যার সারধর্ম হল বিস্তৃতি। ঈশ্বরই একমাত্র পরম ও পূর্ণ দ্রব্য, কারন তিনি স্বয়ম্ভু। এইজন্য অন্য কোন সত্তার উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না, বরং অন্য সকল পদার্থই তার উপর নির্ভরশীল। মন ও জড় উভয়ই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, এইজন্য যে অর্থে ঈশ্বরকে দ্রব্য বলা হয়, সেই অর্থে তাদের দ্রব্য বলা যায় না। তবে মন ও জড় উভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্ট বলে তার উপর নির্ভরশীল হলেও তারা পরস্পর নিরপেক্ষ এবং স্বতন্ত্র ভাবে অস্তিত্বশীল। এই জন্য মন ও জড় পরস্পর স্বতন্ত্র বলে আলোচিত অর্থে এই দুটিকে দেকার্ত দ্রব্য আখ্যা দিয়েছেন। অবশ্য এই দুটিকে তিনি পরম

ও পূর্ণ জড় না হলে সূক্ষ্ম জড়রূপে গণ্য করেছেন।

☐ দেহ-মনের দ্বৈতবাদ :

দেকার্ত জড় বা দেহ ও মন — এই দুটিকে পরস্পর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে স্বীকার করে দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তার মতে, জড় বা দেহ ও মন পরস্পর বিরোধী দুটি স্বতন্ত্র দ্রব্য; কারণ জড়ের সারধর্ম হল চেতনাহীন বিস্তৃতি এবং মনের সারধর্ম হল বিস্তৃতিহীন চেতনা। মন স্বেচ্ছাধীন ও স্বাধীন, তা স্বীয় উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু জড়ের কোনো স্বাধীন গতিশীলতা নেই, তা সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক নিয়মের অধীন। মন ও দেহের পার্থক্য এত সম্পূর্ণ যে, একটিকে অপরটি ছাড়াই — স্পষ্টরূপে জানা যায়। যা মানসিক নয় তাই দেহ এবং যা দৈহিক নয় তাই মন। অর্থাৎ মন দেহের সম্পূর্ণ বিপরীত।

☐ • দেহ-মনের দ্বৈতবাদের কারণ : [illegible]

প্রশ্ন হল দেহ বা জড় এবং মন বা চেতনার এই চরম দ্বৈতবাদের প্রতি দেকার্ত আকৃষ্ট হলেন কেন? জড় জগতকে যান্ত্রিক ভাবে ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা থেকেই এই দ্বৈতবাদের উদ্ভব। অচেতন জড় প্রকৃতি থেকে মনকে পৃথক করে তাকে দেকার্ত তার স্বাধীন রাজ্যে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। দেকার্তের মতে ইতর প্রাণীর দেহের মতো মানুষের দেহ একটি যন্ত্র। হাড়পিঞ্জের মাঝে আবদ্ধিত তাপ দেহকে চালিত করে। শরীরে গতি সংঘটনের ~~কেন্দ্র~~ ইন্দ্রিয়, সংবেদনের ইন্দ্রিয় হল স্নায়ু। যেমন ঘড়ির দোলকে এবং চাকা যেমন যথাক্রমে গতির উদ্ভব, তেমনি দেহ মস্তিষ্ক বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিন্যাস দেহের বিভিন্ন ক্রিয়ার উদ্ভব। দেকার্ত অ্যারিস্টটলের প্রাণবাদ অস্বীকার করেন এবং জীবদেহের যান্ত্রিক মতবাদ সমর্থন করেন।

যদি দেহ ও মন দুটি পরস্পর
বিরোধী দ্রব্য হয় তাহলে তাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্ভব নয়। অথচ
প্রাত্যহিক জীবনে মানুষের ক্ষেত্রে দেহ ও মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবেগ, বর্ণ সংবেদন; আলোক সংবেদন প্রভৃতি মানুষের দেহ ও মনের নিবিড়
সংযোগের বিষয়টি প্রমাণ করে। এই সকল ঘটনা শুধুমাত্র দেহ বা মনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা
যায় না, উভয়ের নিবিড় সংযোগের ফলেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চিন্তন ক্রিয়াই যদি আমার
অস্তিত্বের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হয় তবে কোন না কোনভাবে
যদি আমার আত্মা দেহের সাথে যুক্ত থাকতে পারে

আমি কেবলমাত্র জানতে পারতাম যে, আমি দুঃখিত, অথচ আমি দুঃখ অনুভব করতাম না, আমার কোন ব্যথা-বেদনার অনুভূতি হতো না।

□ দেকার্ত অবশ্য স্বীকার করেন যে, দেহ ও মনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। দেহ ও মনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। এবং তারই ফলে দেহ, মনের মধ্যে এবং মন, দেহের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ইন্দ্রিয় অর্থ সন্নিকর্ষ মাধ্যমে আমাদের মন অপর ব্যক্তি/দেহ সাথে যোগাযোগ করে। ইন্দ্রিয় অর্থ সন্নিকর্ষের ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় আমাদের মন আলোড়িত হবার ফলে আবেগের উদ্রেক হয় এবং এই আবেগই অসংখ্য বিরূপ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে।

□ দেহ ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে দেকার্তের এই মতবাদকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াবাদ বলা হয়। দেহ কোনো কোনো মনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আবার মন ও কোনো কোনো দেহকে পরিচালিত করে বাহ্যজগতের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল যে, দেহ ও মন যদি পরস্পর নিরপেক্ষ হয়ে ও স্বতন্ত্র দ্রব্য হয় তাহলে তাদের মধ্যে সংযোগ কিরূপে সম্ভব? দেকার্ত এই প্রসঙ্গে তার রচিত 'The Passions of the Soul' - গ্রন্থে বলেছেন যে, সম্ভবত এমন একটি স্থান আছে যেখানে মন ও দেহ পরস্পর সংযুক্ত হতে পারে। সেই সম্ভাব্য স্থানটি মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিত পাইনিয়াল গ্রন্থি। এই গ্রন্থির কাজ এত সরল যে, তার মাধ্যমে দেহ ও মনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটা সম্ভব।

□ কিন্তু দেহ ও মন যদি পরস্পর বিপরীত ধর্মী স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়, তাহলে তাদের

মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কীভাবে সাধিত হয় তা আমাদের বোধগম্য হয় না। দেকার্ত স্বয়ং বলেছেন, দেহ ও মন মানুষের মধ্যে পারস্পর সংযুক্ত হলেও তাদের কোনো সংমিশ্রন বা স্বরূপগত অভিন্ন ঐক্য সম্ভব নয়। দেকার্ত স্বীকার করেননি যে, দেহ-মনের ওপর ক্রিয়া করতে গিয়ে মানসিক অবস্থায় পরিণত হয় এবং মন দেহের ওপর ক্রিয়া করতে গিয়ে দৈহিক অবস্থায় পরিণত হয়। বস্তুত এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে দেহ-মনের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণই থাকে, শুধু একটির দ্বারা অপরটি বিচলিত হয় মাত্র। দেহ ও মনের মধ্যে ঐক্য স্বরূপগত না হলেও এই ঐক্য বরং ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে অলৌকিক ক্রিয়ার ফল।

□ পরিশেষে এখানে উল্লেখ্য যে, দেকার্ত তার দার্শনিক রচনাবলীর কোনো কোনো স্থলে দেহ ও মনের সম্পর্ক বিষয়ে উপলব্ধের কথা বলেছেন। অর্থাৎ দেহ ও মনের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা বস্তুত জ্ঞান-জ্ঞেয়র সম্পর্ক নয়, এটি অপরোক্ষের উপলব্ধি-বস্তু।

□ <u>সমালোচনা</u>:

দেকার্ত দেহ ও মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা না করে কোথায় এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় সেইটুকু শুধু নির্দেশ করেছেন। তাছাড়া দেকার্ত

তার ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়াগুলি এবং জড় ও মানব
উদ্দেশ্যের সঙ্গে কীভাবে সামঞ্জস্য স্থাপিত হতে
পারে তা দেখাতে পারেননি।"

S. Chowdhury.